রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ২, ২০০৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩১শে ডিসেম্বর ২০০২/১৭ই পৌষ ১৪০৯

এস, আর, ও নং ৩৭৪-আইন/২০০২—Special Security Force Ordinance, 1986 (Ord. No. XLIII of 1986) এর section 12 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই বিধিমালা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(d) তে সংজ্ঞায়িত "very important person" ;

(খ) "অধ্যাদেশ" অর্থ Special Security Force Ordinance, 1986 (Ord. No. XLIII of 1986) ;

(গ) "অনুষ্ঠানস্থল" অর্থ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জন্য আয়োজিত কোন অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত এলাকা ;

(ঘ) "নিরাপত্তা সংস্থা" অর্থ আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেল্‌স, প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থা ;

(ঙ) "বাহিনী" অর্থ অধ্যাদেশের section 3 এর অধীন গঠিত Special Security Force ;

(চ) "মহাপরিচালক" অর্থ বাহিনীর মহাপরিচালক এবং এই বিধিমালার অধীন কোন নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

৩। **রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির অনুষ্ঠানসূচী অবহিতকরণ।**—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির অনুষ্ঠানসূচী চূড়ান্ত হইবার পর তাৎক্ষণিকভাবে উহা বাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং তাৎক্ষণিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে টেলিফোন বা বেতার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানসূচী অবহিত করা যাইবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

৪। **মহাপরিচালকের দায়িত্ব**।—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির অনুষ্ঠানসূচী প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক—

(ক) এই বিধিমালা ও তদধীন প্রণীত নির্দেশাবলী অনুসরণে উক্ত অনুষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমন্বয় করিবেন ;

(খ) তাঁহাদের দৈহিক নিরাপত্তার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা তদারকি করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে উহা সংশোধন করিতে পারিবেন ;

(গ) তাঁহারা অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ না করা পর্যন্ত নিরাপত্তার সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যবলী নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করিবেন ; এবং

(ঘ) তাঁহাদের দৈহিক নিরাপত্তা বিধানের যাবতীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবেন এবং তজ্জন্য তিনি উক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সকল সংস্থার নিকট হইতে জনবল ও উপকরণের প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৫। **গোয়েন্দা কার্যক্রম ও সমন্বয়**।—সামরিক ও বেসামরিক সকল গোয়েন্দা সংস্থা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির দৈহিক নিরাপত্তার প্রতি প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট হুমকি সম্পর্কিত গোয়েন্দা মূল্যায়ন বাহিনীকে নিয়মিত অবহিত করিবে এবং তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত প্রতিটি অনুষ্ঠানের পূর্বে উক্ত অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিশেষ গোয়েন্দা প্রতিবেদন বাহিনীর নিকট প্রেরণ করিবে এবং অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে নির্দিষ্ট এলাকা বা স্থানে অবস্থান গ্রহণপূর্বক নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সম্পর্কিত তথ্য বাহিনীকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করিবে।

৬। **কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচন**।—যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী দায়িত্ব পালনকালে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা থাকিবে তাহাদিগকে নিরাপত্তার দিক হইতে উপযুক্ততা এবং পেশাগত দক্ষতার ভিত্তিতে নির্বাচন করিতে হইবে।

৭। **অনুষ্ঠানস্থল নির্বাচন**।—(১) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির অনুষ্ঠানসূচী চূড়ান্ত করার পূর্বে তাহার ব্যক্তিগত কর্মকর্তাগণকে নিশ্চিত হইতে হইবে যে, অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সমর্থ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মাবলীর প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সম্মত রহিয়াছে।

(২) কোন অনুষ্ঠানস্থল সম্পূর্ণ নিরাপদ বিবেচিত না হইলে মহাপরিচালক উক্ত অনুষ্ঠানস্থল পরিবর্তনের বা বাতিলের জন্য সুপারিশ করিতে পারিবেন।

৮। **আমন্ত্রিত অতিথি ও অন্যান্যদের পরীক্ষণ**।—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক প্রয়োজন মনে করিলে অংশগ্রহণকারী অতিথি এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রাক-নিরাপত্তা পরীক্ষণ সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সংস্থা দ্বারা সম্পন্ন করিবেন।

৯। **আমন্ত্রণপত্র সম্পর্কে সতর্কতা**।—অনুষ্ঠানের আয়োজক সতর্কতার সহিত আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ ও বিলি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১০। **নিরাপত্তা পাস ও ডিউটি পাস**।—(১) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যে স্থানে গমন করিবেন সেইস্থানে এবং তৎসংলগ্ন স্থানে যাহারা সাদা পোষাকে দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবেন, বাহিনীর সদস্য ব্যতীত, তাহাদের সকলকে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিলে নিরাপত্তা পাস এবং অন্য কোন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিলে, ডিউটি পাস বহন করিতে হইবে।

(২) বেসামরিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পুলিশের বিশেষ শাখা বা জেলা বিশেষ শাখা এবং সামরিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর কর্তৃক উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত নিরাপত্তা পাস বা ডিউটি পাস প্রদান করা হইবে।

১১। **অনুষ্ঠানস্থলে অস্ত্রবহনে বিধি-নিষেধ।**—(১) উপ-বিধি (২) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, বাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জন্য বাহিনী কর্তৃক নিয়োজিত পুলিশের বিশেষ শাখার গানম্যান, যদি নিয়োগ করা হয়, ব্যতীত সাদা পোষাক পরিহিত অন্য কেহই অনুষ্ঠানস্থলে কোন প্রকার অস্ত্র বহন করিতে পারিবে না এবং অনুষ্ঠানস্থলে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ইউনিফরম পরিহিত ব্যক্তিগণ দৃশ্যমান অবস্থা ব্যতিরেকে অন্য কোনভাবে অস্ত্র বহন করিতে পারিবে না।

(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে বিদেশী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সহিত আগত নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মহাপরিচালকের সহিত পরামর্শক্রমে, অনুমোদিত স্থানসমূহে সাদা পোষাকে অস্ত্র বহন করিতে পারিবেন।

১২। **সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি।**—(১) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা কোন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির অনুষ্ঠানের সংবাদ সংগ্রহে ইচ্ছুক বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত পত্রধারী (accreditation card holder) সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ তথ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে, এবং সামরিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের মাধ্যমে, পুলিশের বিশেষ শাখা হইতে ডিউটি পাস সংগ্রহ করতঃ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারিবেন।

(২) অনুষ্ঠানের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনাক্রমে মহাপরিচালক প্রয়োজনবোধে, তথ্য অধিদপ্তর বা আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের সহিত পরামর্শক্রমে, অনুষ্ঠানে যোগদানে ইচ্ছুক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সংখ্যা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১৩। **তল্লাশি ও সনাক্তকরণ।**—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির—

(ক) বাসভবন, অনুষ্ঠানস্থল ও যানবাহন ; এবং

(খ) সফরসঙ্গী ও অন্যান্য যাত্রীর মালপত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সনাক্তকরণ সাপেক্ষে, মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তা যথাযথ নিরাপত্তামূলক তল্লাশি করিবেন।

১৪। **বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার কার্যাবলী।**—(১) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকল নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যগণ মহাপরিচালকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং মহাপরিচালক, প্রয়োজনবোধে, সংশ্লিষ্ট সকল নিরাপত্তা সংস্থার সমন্বয়ে সভা আহ্বানক্রমে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুষ্ঠানস্থলের নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন।

(২) অনুষ্ঠান দিবসে নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যদের মোতায়েন ব্যবস্থা বাহিনীর উপস্থিত সদস্যদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সমন্বয় করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সার্বিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত ব্যবস্থা সম্পর্কে উক্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৫। **চিকিৎসা নিরাপত্তা।**—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং খাদ্যের নিরাপত্তা তাঁহাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত চিকিৎসক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত বা সরকারী চিকিৎসকের মাধ্যমে মহাপরিচালক নিশ্চিত করিবেন।

১৬। **ভ্রমণকালীন নিরাপত্তা।**—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ভ্রমণকালে তাঁহাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে মহাপরিচালক কর্তৃক এই বিধিমালা ও তদধীন প্রণীত নির্দেশাবলী অনুসরণে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

১৭। **কার্যালয় ও বাসভবনের নিরাপত্তা।**—(১) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কার্যালয় এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসভবনের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব মহাপরিচালকের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যদেরকে বিভিন্ন বেষ্টনীতে মোতায়েনের মাধ্যমে মহাপরিচালক, এই বিধিমালা ও তদধীন প্রণীত নির্দেশাবলী অনুসরণে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবেন, এবং প্রয়োজনবোধে মহাপরিচালক এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সামরিক সচিবের সহিত পরামর্শ করিতে পারিবেন।

১৮। **জাতীয় সংসদে অবস্থানকালীন নিরাপত্তা**।—(১) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জাতীয় সংসদ ভবনে অবস্থানকালে তাঁহাদের নিরাপত্তা মহাপরিচালক নিশ্চিত করিবেন, তবে অধিবেশন কক্ষের অভ্যন্তরে তাঁহাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব স্পীকারের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) উপ-বিধি(১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় সংসদ ভবনে বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে একটি দল মোতায়েন করা হইবে এবং প্রয়োজনবোধে, উক্ত দলের সদস্যগণ স্পীকারের অনুমতিক্রমে জাতীয় সংসদের অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

১৯। **প্রতিরক্ষা বাহিনী ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনুষ্ঠান, ইত্যাদিতে অবস্থানকালীন নিরাপত্তা**।—(১) প্রতিরক্ষা বাহিনী ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনুষ্ঠানে বা অন্য যে কোন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা মহাপরিচালক নিশ্চিত করিবেন।

(২) উপ-বিধি(১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাহিনীর সদস্যগণ ছাড়াও প্রয়োজনে গুপ্ত নিরাপত্তার জন্য সামরিক বা বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ এবং প্রকাশ্য নিরাপত্তার জন্য, ক্ষেত্রমত, সামরিক বাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেল্‌স বা পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ মোতায়েন থাকিবে।

২০। **বিদেশ ভ্রমণকালীন নিরাপত্তা**।—বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে মহাপরিচালক এই বিধিমালা ও তদধীন প্রণীত নির্দেশাবলী অনুসরণে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

২১। **বাংলাদেশস্থ বিদেশী মিশন বা দূতাবাসসমূহে অবস্থানকালীন নিরাপত্তা**।—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বাংলাদেশস্থ কোন বিদেশী মিশন বা দূতাবাসে অবস্থানকালে উক্ত মিশন বা দূতাবাস প্রধান তাঁহার যাবতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা মহাপরিচালকের সহিত পরামর্শক্রমে গ্রহণ করিবেন।

২২। **নিরাপত্তার প্রাধান্য**।—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাসমূহ কূটনৈতিক আচার-আচরণসহ সকল আনুষ্ঠানিকতার উর্ধ্বে প্রাধান্য পাইবে।

২৩। **নির্দেশাবলী জারির ক্ষমতা**।—সরকার, অধ্যাদেশ ও এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উহাদের সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ নির্দেশাবলী জারি করিতে পারিবে।

২৪। **রহিতকরণ**।—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা সংক্রান্ত বর্তমানে প্রচলিত সকল বিধি, প্রবিধান, নির্দেশ, নীতি ও অনুরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন আইনগত দলিল, যদি থাকে এবং উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহমুদ হাসান মনসুর
মহাপরিচালক।

শেখ মোঃ মোবারক হোসেন, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।